লোকমান হেকিমের

প্রাথমিক চিকিৎসা ও লতাপাতার গুন



ছারছীনা প্রকাশনী - ঢাকা

লোকমান হেকিমের প্রাথমিক চিকিৎসা

বা

লতাপাতার গুণ

হেকিম আকমল খান

ছারছীনা প্রকাশনী

৫৮/১, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

 

সূচি নির্দেশিকা

 



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আগুনে পোড়ার চিকিৎসা

১। অল্প পুথিয়া দিলে ফোস্কা পরিড়বার ভয় থাকিবে না।

২। কলা গাছের এঁটের রস লাগাইয়া দিলে জ্বালা কমিয়া যাইবে।

৩। চুনের পানির সাহিত নারিকেল তেল মিশাইয়া লাগাইয়া দিলেও জ্বালা উপশম হয়।

৪। ফোস্কা পড়িয়া গেলে কুকসিমা পাতার রস, মধু বা শিরাপ লাগাইয়া দিলে জ্বালা যন্ত্রণা লাঘব হয়।

৫। পুড়িবার সাথে সাথে অন্য কিছু লাগাইবার পূর্বে কেরাসিন তেল লাগাইয়া দিলে, কিংবা কাঁচা গোল আলু বাটা লাগাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। গোবর লাগাইলে কিংবা পুঁইশাকের পাতা বাটিয়া লাগাইয়া দিলে ভাল হয়।

৭। কাপড় চোপড়ে হঠাৎ আগুন লাগিয়া গেলে দৌড়াদৌড়ি করিবে না, কারণ তাহাতে আগুন বাড়িয়া যাইবে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আগুন লাগা জামা কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিবে। নতুবা মাটিতে শুইয়া গড়াগড়ি দিবে তাহাতে আগুন নিভিয়া যাইবে কিংবা মোটা কম্বলাদি, কাঁথা বা চট জড়াইয়া আগুন নিভাইয়া ফেলিবে।

৮। গোলাপ পানি ও তিল তৈল অথবা মাখন ও মধু কিংবা মাত গুড় ও মাখন এক সঙ্গে মিশাইয়া দিলে জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইবে।

৯। ডিমের সাদা অংশ আগুনে পোড়া স্থানে লাগাইয়া দিলে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

১০। রেড়ীর তৈল ও মধু মিশাইয়া পোড়া জায়গার দিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রনার দূর হয়।

ভাঙ্গা মচকার চিকিৎসা

১। কোন স্থান মচকিয়া গেলে পানিতে নামিয়া সাতার দিবার চেষ্টা করিবে।

২। সাতার দিতে না পারিলে সহ্য হয় এমন গরম পানিতে ডুবাইয়া রাখিবে। অতঃপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে।

৩। হাড় ভাঙ্গা তেল না পাওয়া গেলে খাঁটি সরিষার তেল মালিশ করিবে।

৪। কোন অঙ্গ প্রতঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া সোজা করিয়া উপরে, দুই পার্শ্বে কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া বাঁধিয়া দিবে এসব কাজ চিকিৎসকের কাছে যাইবার পূর্বেই ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে করিবে।

৫। বরফের টুকরা মচকা স্থানে ঘসিতে থাকিলে বিশেষ উপকার হয়।

কাটা ছিঁড়ার চিকিৎসা

১। কোন স্থান কাটিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পানিতে ডুবাইয়া রাখিবে। তাহাতে রক্তপাত বন্ধ হইবে।

২। দুব্বা কচি ডালিম কিংবা যজ্ঞডুমুরের রস লাগাইয়া দিলেও রক্তপাত বন্ধ হয়।

৩। কাটার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার সাদা কাপড় ভিজাইয়া উহা দ্বারা ধূলা মাটি, ময়লা দূর করিয়া ফিলিবে। অতঃপর অন্য এক টুকরা ন্যাকড়া গরম পানিতে ভিজাইয়া উহা দ্বারা কর্তিত স্থান বাঁধিয়া দিবে। ইহাতেও রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

৪। তৎক্ষণাৎ পানি পাওয়া না গেলে কাদামাটি দ্বারা কর্তিত স্থান এমন ভাবে লেপিয়া দিবে যেন একটুকু ফাক না থাকে। ইহাতে রক্তপাত বন্ধ হয়।

৫। অনেক বেশী কাটিলে নিচি কিংবা মিছরী গুড়া যখমের উপর দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

৬। সাধারণ কাটায় কচুর ডগা কিংবা যজ্ঞ ডুমুরের রস লাগাইয়া দিলেও ফল পাওয়া যায়।

৭। এক টুকরা ন্যাকড়ায় কেরোসিন মাখিয়া উহা দ্বারা কর্তিত স্থান বাঁধিয়া দিলে আরোগ্য হয়।

লোমনাশক ব্যবস্থা

১। সুপারী পাতার রসে উত্তমরূপে গন্ধক মিশাইয়া লাগাইয়া দিলে লোমসমূহ উঠিয়া যায়।

২। হরিতাল এক ভাগ এবং শঙ্খচূর্ণ দুই ভাগ, গোড়া লেবুর (বড় লেবুর) রসে পিষিয়া দিলেও লোম নাশ ঘটে।

আমলকীর উপকার

আমলকীতে যে পরিমাণ ভিটামিন সি আছে সেই পরিমাণ ভিটামিন সি, পৃথিবীর অন্য কোন ফলে পাওয়া যায় না। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করিয়া আবিস্কার করিয়াছেন যে, আমলকিতে পেয়ারা অপেক্ষা ৩ গুণ, কাগজী লেবু

অপেক্ষা ১০ গুণ, কমলালেবু অপেক্ষা ১২ গুণ, আম অপেক্ষা ২৪ গুণ, আনারস অপেক্ষা ৩০ গুণ, কলা অপেক্ষা ৬০ গুণ, আপেল অপেক্ষা ১২০ গুণ এবং আংগুর অপেক্ষা ১৫০ গুণ বেশী ভিটামিন সি রহিয়াছে। একজন বয়স্ক লোকের জন্য দৈনিক ৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি প্রয়োজন হয়। ১০০ গ্রাম আমলকিতে ৬০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি আছে। অতএব ২টি আমলকি খাইলেই ৩০ মিলিগ্রাম অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ ভিটামিন সি দেহে প্রবেশ করে।

এতদ্ব্যতীত আমলকিতে কার্বোহাইড্রেট খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য ভিটামিনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

অতিরিক্ত খাওয়ার পরে ২টি কাচা আমলকি চিবাইয়া খাইলে পেটে কোন প্রকার গোল যোগ দেখা দেয় না। আমলকির মৌসুম শেষে কাটা আমলকি না পাওয়া গেলে দুইটি লবণ মাখানো শুকনা আমলকি খাইলে তাহাতেও অনুরূপ ফল হয়। আমলকি যেমন দাঁতের উপকারী, তেমন পেটের উপকারী এবং মস্তিকের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরো বেশী উপকারী।

বিভিন্ন প্রকার জ্বরের চিকিৎসা

১। ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর হইলে বাসক ১২ গ্রাম, বৃহতী ১২ গ্রাম এবং শুষ্ঠি, চপলা পদ্মবীজ প্রত্যেকটি ৬ গ্রাম, তেজপাতা ৩টি গোলমরিচ ১৩টি, মিছরি ২৪ গ্রাম, ৯২০ গ্রাম পানিতে জ্বাল দিয়া চার ভাগের এক ভাগ পানি থাকিতে নামাইয়া মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া রোজ তিনবার সেবন করিলে ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর ভাল হয়।

২। কালজ্বরে আক্রান্ত হইলে ক্ষেতপাপড়া, চপলা, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা, নটাবীজ, চেতকী প্রত্যেকটি ১২ গ্রাম পরিমাণ লইয়া সবগুলি উত্তমরূপে পিষিয়া চনাবুট পরিমাণ বটিকা তৈয়ার করিয়া রোজ তিনবার থূলকুড়ির রস অনুপান সহযোগে খলে মাড়িয়া সেবন করিলে কালাজ্বর নিরাময় হয়।

৩। যে কোন পুরাতন জ্বরে—গুলঞ্চ, চিরতা, ক্ষেতপাপড়া, ধনিয়া অনন্ত মুল প্রত্যেকটি ২৪ গ্রাম, রক্তগন্ধাসার ১২ গ্রাম. সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া চুর্ণ করিয়া মাটির পাত্রে ২ কেজি ৭৫০ গ্রাম পানিতে ৭ ঘন্টা ভিজাইয়া রাখার পর আগুনে জ্বাল দিবে। ১১৫ গ্রাম পরিমাণ পানি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া বয়স্কদের ৬০ গ্রাম মাত্রায় ২ ঘন্টা পর পর সেবন করাইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

৪। গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া প্রত্যেকটি ৬০ গ্রাম চেতকী ৩০ গ্রাম, ধনিয়া ১২ গ্রাম, মুথা ৬ গ্রাম ৯২০ গ্রাম পানিতে জ্বাল দিয়া ৩০০ গ্রাম পানি থাকিতে

নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ সামান্য মধুসহ ৬০ গ্রাম পরিমাণ ঔষধ চাটিয়া খাইলে পুরাতন জ্বর ভাল হয়।

৫। পুরাতন জ্বরের পাচন তৈয়ার করিতে হইলে নিমগাছের বাকল, চিরতা, গুলঞ্চ, আতইচ, মঞ্জিঠা—প্রত্যেকটি ১২০ গ্রাম, ক্ষেতপাপড়া, নাটা করমজার কাঁচা ডগা—পত্যেকটি ৬০ গ্রাম, বেনামুল, চপলা প্রত্যেকটি ৩০ গ্রাম কালজিরা ১২ গ্রাম এই মোট ১০টি উপাদান উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ৯ কেজি পানিতে জ্বাল দিবে। পানি সোয়া তিন কেজি পমিাণ থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে পুরাতন জ্বরের উৎকৃষ্ট পাচনরূপে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৬। সোহাগা, গন্ধক, চপলা, মরিচ, অমৃত, প্রত্যেকটি ১২ গ্রাম শোধিত হিংগুল ২৪ গ্রাম উত্তমরূপে কুটিয়া পানিতে মাখিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা বয়স্ক রোগীগণ ১ বটি করিয়া দৈনিক ৩ বার তুলসী পাতার রসসহ সেবন করিলে নবজ্বর দ্রুত আরোগ্য হয়।

৭। আমলকি, হরিতকী, বহেরা, হরিদ্রা, নিমছাল, দেবদারু, মুথা প্রত্যেকটি ২৩০ গ্রাম করিয়া, কট্‌কী ও পলতা ১১৫ গ্রাম করিয়া লইয়া উত্তমরূপে হামান দিস্তায় কুটিয়া পরিমাণ মত পানিতে জ্বাল দিয়া কাথ তৈয়ার করিয়া দৈনিক তিনবার ৩০ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে সর্বপ্রকার জ্বর নিরাময় হয়।

৮। আকনাদি, বাসক, পলতা, ত্রিফলা, গোরক্ষ কর্কট তেউড়ী মুল এবং দন্তীমুল প্রত্যেকটি ৯২০ গ্রাম পরিমাণ লইয়া উহা দ্বারা যথানিয়মে কাথ প্রস্তুত করিবে। দুধ অনুপানসহ এই কাথ সেবন করিলে সর্বপ্রকার জ্বর ভাল হয়।

আমবাতের চিকিৎসা

১। শুঁঠ ৬০ গ্রাম, বন যমানী ৩৬ গ্রাম, চেতকীচূর্ণ ১৪৪ গ্রাম, সৈন্ধব লবণ ও যমানী প্রত্যেকটি ২৪ গ্রাম লইয়া উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া পরিমিত আরবী গদে মিশ্রিত করিয়া ২ গ্রাম পরিমাণ বড়ি তৈয়ার করিবে এবং নিয়মিত উক্ত বড়ি পানি সহ সেবন করিলে আমবাত নিরাময় হয়।

২। গুগগুল ৮৪ গ্রাম, চিতামূল ৭২ গ্রাম, বিভীতকচুর্ণ ৬০ গ্রাম, ধাত্রীচুর্ণ ৪৮ গ্রাম চেতকীচুর্ণ ৩৬ গ্রাম শোধন করা গন্ধক ২৪ গ্রাম এবং শোধন করা পারদ ১২ গ্রাম লইয়া এরণ্ডর তেলে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া বড়ই পরিমাণ বড়ি প্রস্তুত করিবে। এই বড়ি এরণ্ড তেল অনুপানে গরম পানিসহ সেবন করিলে আমবাতে উপকার হয়।

৩। যমানীম হিঙ্গুল, সৈন্ধব, সৌর্বচল, ত্রিকুট, জিরক প্রত্যেকটি ৬০ গ্রাম এবং এককোয়া বিশিষ্ট রসূন ২৪০ গ্রাম লইবে। রসূনগুলি চিরিয়া দধির মধ্যে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে রসূনের গন্ধ মরিয়া যাইবে। তারপর উক্ত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে পিষিয়া পরিমিত তিল তৈলের দ্বারা হালুয়া প্রস্তুত করিবে। উহা প্রত্যহ সকালে ২৪ গ্রাম করিয়া সেবন করিলে শরীরের বিষ বেদনা এবং সর্বপ্রকার বাতব্যাধি আরোগ্য হয়।

৪। কজ্জলী আধারতি, অহিফেন ১ মাষা, ফুলখড়ি ৪ রতি খলে ফেলিয়া সামান্য পানিসহ উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ৪৮ টি বড়ি তৈয়ার করিয়া শুকাইয়া রাখিবে, সকাল বিকালে ১ বড়ি করিয়া সেবন করিলে সমদুয় বাতব্যাধি দুর হয়।

৫। আদার রস ১২ গ্রাম, বিল্বপত্র ১২ গ্রাম, সৈন্ধব লবণ ৩ গ্রাম একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সকালে বিকালে সেবন করিলে সর্বপ্রকার বাতব্যাধি আরোগ্য হয়।

৬। কজ্জলী দেড় রতি, অহিফেন ১ রতি এই দ্রব্য দুইটি মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ২৪টি ছোট ছোট বড়ি বানাইয়া প্রত্যহ শুইবার সময় ১ বড়ি সেবন করিলে গেটেবাতে বিশেষ ফল হয়।

৭। সৈন্ধব, পিপ্পুল, পিপ্পুল মূল, চৈ, চিতা, কালজিরক, নাগকেশর, তালিশ পাতা, থৈকল-প্রত্যেকটি ২৪০ গ্রাম করিয়া মরিচ, শুণ্ঠি ১২০ গ্রাম করিয়া এবং দাড়িম্ব ফলের বাকল ৪৮০ গ্রাম এই সমুদয় দ্রব্য উত্তম রূপে চুর্ণ করিয়া শুকাইয়া বোতলবন্ধ রাখিবে। প্রতি মাত্রায় ১২ গ্রাম পরিমাণ এই গুড়া গরম পানিসহ রোজ ২ বার সেবন করিলে আমবাতে বিশেষ ফল হয়। ইহা ছাড়াও অর্শ, ভগন্দর, ক্রিমি, গ্রহণী কণ্ডু, গুলা, রোগেও এই গুড়া বিশেষ উপকারী।

৮। হরিতকী ১৪০ গ্রাম, সৈন্ধব লবন ২৪ গ্রাম, যমানী এবং শুণ্ঠি ৬০ গ্রাম করিয়া লইয়া সমুদয় দ্রব্য মিহিনরূপে চূর্ণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বোতলবন্ধ করিয়া রাখিবে-প্রত্যহ সকাল বিকাল ৩ গ্রাম মাত্রায় গরম পানিসহ সেবন করিলে যাবতীয় আমবাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অজীর্ণ

১। বিটলবন ও সৈন্ধব লবন প্রত্যেকটি ১২ গ্রাম, যোয়ান ৩ গ্রাম পাতি লেবুর রসে ভিজাইয়া সাতদিন পর্যন্ত পাতি লেবুর রসে শুকাইবে ও চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ প্রত্যহ ৩ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ ভাল হয়।

২। লবঙ্গ, জৈন ও মৌরী বিটলবন সহ লেবুর রসে পিষিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ আরোগ্য হইয়া ক্ষুধা বদ্ধিত হয়।

অরুচীর চিকিৎসা

১। সকালে আদা ও লবন খাইলে অরুচী থাকে না।

২। লবন দ্বারা আমরুল পাতা চিবাইয়া খাইলে অরুচী সারিয়া যায়।

৩। পাকা তেতুল ও চিনি পানিতে চটকাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া উহাতে সামান্য গোল মরিচ ও এলাচিচুর্ণ, কর্পুর ও লবঙ্গ মিশাইয়া পান করিলে অরুচী সারিয়া যায়।

৪। দারচিনি, ধনিয়া মুথা ও ছোট এলাচী একত্রে চুর্ণ করিয়া মুখে রাখিলে রুচী বৃদ্ধি পায়।

৫। পাকা ডালিমের রসের সহিত জিরার গুড়া মুখে দিলে অরুচী সারিয়া যায়।

আমাশা রোগের চিকিৎসা

১। থানকুনি পাতার রস সকালে বিকালে ৩৬গ্রাম পরিমাণ পান করিলে তিন দিনের মধ্যে আমাশা রোগ ভাল হইবে।

২। থানকুনি পাতার রস ও জায়ফল পাথরের পেয়ালার ঘর্ষণ করিয়া উহাতে আফিম মিশাইয়া গরম করিয়া চারি পাশে প্রলেপ দিলে আমশাা জনিত পেট কামড়ানী ভাল হয়।

৩। গান্ধা ফুল গাছের পাতার রস ২৪ গ্রাম লইয়া উহাতে চিনি দিয়া সেবন করিলে আমাশা আরোগ্য হয় এবং মুখ দিয়া রক্ত উঠা বন্ধ হয়।

৪। আমপাতার রস ও আমরুল শাকের রস ১২ গ্রাম করিয়া লইয়া মিশাইয়া সেবন করিলে আমাশা অতি শীঘ্র ভাল হয়।

৫। ২৪ গ্রাম মিষ্ট আমগাছের ছালের সহিত ১২ গ্রাম কাজির পানি অথবা ১২ গ্রামচুনের পানি মিশ্রিত করিয়া রোজ ২/৩ বার সেবন করিলে আমাশা বা রক্ত আমাশায় বিশেষ ফল হয়।

৬। ৪৬গ্রাম পরিমাণ পানিতে ২৪ গ্রাম চারা তেতুল গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া ১১৫ গ্রাম থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সকালে খালি পেটে সেবন করিলে আমাশা রোগ আরোগ্য হয়।

৭। চাঁপাকলা গাছের শিকড় পানিতে বাটিয়া দুর্বার রস মিশাইয়া সেবন করিলে আমাশা রোগ উপশম হয়।

৮। সামান্য গোলমরিচের গুড়া পানিতে মিশাইয়া সেবন করিলে আমাশা রোগে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

৯। একটি পাকা বর্তমান কলার সহিত ২৪ গ্রাম পুরাতন তেতুল উত্তমরূপে মাখাইয়া খাইলে আমাশা রোগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

১০। কচি বাবলার পাতা বাটিয়া চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশা সহ প্রমেহ, উদরাময় ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

১১। তেতুল, আম ও ডালিম গাছের কচি পাতা প্রত্যেকটি ১২ গ্রাম, জিরা ৩ গ্রাম, ৪৬০ গ্রাম, পানিতে জ্বাল দিবে। ১১৫ গ্রাম পরিমাণ পানি থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ৬০ গ্রাম করিয়া সেবন করিলে আমাশা রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল হয়।

১২। আতপ চাউল ধোয়া পানির সহিত কাটানটের শিকড়ের রস মিশাইয়া সেবন করিলে রক্ত আমাশা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়।

১৩। ছাগলের দুধের সহিত কচি জাম পাতার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আমাশা রোগ ভাল হয়।

১৪। ২ গ্রাম পরিমাণ আদার রসের মধ্যে সামান্য পানের রস ও চিনি মিশ্রিত করিয়া দুই বার মাত্র পান করাইলেই রক্ত আমাশা সারিয়া যায়।

১৫। পানের রস ১২ গ্রাম মাত্রায় ৬ ঘণ্টা পর পর সেবন করিলে সর্বপ্রকার আমাশা ভাল হয়।

১৬। বাতাবী লেবুর রসে সামান্য চিনি মিশ্রিত করিয়া ৬০ গ্রাম মাত্রায় রোজ ৩/৪ বার সেবন করিলে অতি শীঘ্র আমাশা রোগ সারিয়া যায়।

১৭। কাল তুলসী পাতা ও আদা সমপরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে পিষিয়া ৬ গ্রাম মাত্রায় দৈনিক ৪ বার করিয়া সপ্তাহ কাল সেবন করিলে যে কোন প্রকার আমাশা অতি সহজেই নিরাময় হয়।

১৮। ডালিম ফুলের ছাল ১২ গ্রাম মিছরি ১২ গ্রাম, ৯২০ গ্রাম পানিতে সিদ্ধ করিতে থাকিবে যখন ২৩০ গ্রাম পানি থাকিবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই পানি রোজ তিনবার সেবন করিলে খোদার ফজলে রক্ত আমাশয় আরোগ্য হয়।

মুখের ঘার চিকিৎসা

১। খয়ের, দুব্বাবাটা, কর্পুর, হলুদের গুড়া ও ফিটকারী পানিতে গুলিয়া কুলকুচা করিলে মুখের ঘা ভাল হয়।

২। বাবলার ছাল, পেয়ারা পাতা, বকুল ছাল ও আমের ছাল পানিতে সিদ্ধ করিয়া উহাতে ফিটকারী মিশ্রিত করিয়া কুলকুচি করিলে মুখের ঘা সারিয়া যায়।

ফোড়া বা বাগীর চিকিৎসা

১। নিম পাতায় সামান্য লবন মিশাইয়া বাটিয়া ফোড়ার উপর গরম গরম প্রলেপ দিলে শীঘ্র ফোড়া ভাল হইয়া যায়।

২। বটের আটার প্রলেপ দিলে বাগী বসিয়া যায়।

৩। ইছব গোল ভিজাইয়া প্রলেপ দিলে ফোঁড়া, বাগী ব্রণ যাহাই হউক না কেন আপনা আপনি পাকিয়া ফাটিয়া যায় এবং দুষিত রক্ত, পুঁজ বাহির হইয়া ফোড়া ভাল হইয়া যায়।

৪। ফোড়ার উপর সামান্য গাওয়া ঘি মালিশ করিয়া তদুপরি পরিস্কার গাদা পাতা পেষণ করিয়া সমপরিমাণ ময়দার সহিত মিশাইয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে ফোড়া নিজে নিজে পাকিয়া পুঁচ বাহির হইয়া ভাল হইয়া যায়।

৫। শিমুলের কাঁটা বাটিয়া দুধের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া ভাল হইয়া যায়।

৬। কবুতরের টাটকা পায়খানা সঙ্গে সঙ্গে লাগাইলে ফোড়া পাকিয়া যায়।

৭। গো-দন্ত মাখনে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া পুঁজ বাহির হইয়া যায়।

সর্দি কাশীর চিকিৎসা

১। বচ চিবাইয়া খাইলে কাশী ভাল হয়।

২। কুচি কুচি করিয়া আদা কাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে কাশী ভাল হয়।

৩। আদার রস ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে কাশীর উপশম হয়।

৪। খাওয়ার পরে সিদ্ধ মাষকালাই লবনসহ খাইলে সর্দি ভাল হয়।

৫। ক্ষেত পাপড়ার কাথ মধুসহ সেবন করিলে সর্দি ভাল হয়।

৬। টক দধিতে মরিচ শুঁঠী মিশাইয়া খাইলে সর্দি নিরাময় হয়।

৭। কচি তেতুল পাতা জ্বাল দেওয়া পানি লবন মিশাইয়া পান করাইলে সর্দি তরল হয়।

৮। ছোট এলাচী ৫টি, লবঙ্গ ৯টি, তুলসীপাতা ৫টি, কর্পুর ২ রতি একত্রে পানের মধ্যে মিশাইয়া খাইলে সর্দি কাশী ভাল হয়।

প্রমেহ রোগের চিকিৎসা

১। **ছফুফে কাতান ঃ** কাবাবচিনি, বাবলার আটা, সিলাজুত, ফিটকারীর খৈ, বড় এলাচির দানা, কোন্দর, জৈন, ছাত্তে বিরোজা, প্রত্যেকটির ৯ গ্রাম,

তিষি ভাজা ৩৬ গ্রাম, সোডিবাই কার্ব ১০৫ গ্রাম, কাশির চিনি ১০৫ গ্রাম। এই সমুদয় উপাদান হামান দেস্তায় উত্তমরূপে কুটিয়া মিহিন গুড়া করিয়া চালনী অথবা পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া যে গুড়া পাওয়া যাইবে তাহাকেই ছফুফে কাতান বলে। এই ছফুফ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধসহ ১২ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয় এবং পেশাবের জ্বালা যন্ত্রণা দুর হয়।

২। **ছফুকে কাবাব কলমী** ঃ কাবাব চিনি ১২ গ্রাম, জির, রেওন্দ চিনি কলমী শোয়ারা, ছোট এলাচীর দানা, মিঠা ইন্দ্রজব প্রত্যেকটি ১২ গ্রাম নেকড়ায় করিয়া লইয়া উত্তমরূপে হামান দাস্তায় কুটিয়া মিহিন চুর্ণ করতঃ পাতল কাপড়ে ছাকিয়া গুড়া বা ছফুফ বাহির করিবে। এই ছফুফ রোজ সকালে বিকালে দুগ্ধসহ ৬ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে প্রমেহ রোগে বেশ উপকার।

৩। **ছফুফে হাজারুল ইয়াহুদ** ঃ হাজারুল ইয়াহুদ, রবক্ষার, কাবাব চিনি, জিরা, বড় এলাচীর দানা, ফিটকারীর খৈ এবং শোয়ারা প্রত্যেকটি ৬ গ্রাম করিয়া লইয়া ইহাদের সহিত চিনি ৪৫ গ্রাম মিশাইয়া উত্তমরূপে কুটিয়া ছাকিয়া যে ছফুফ বা গুড়া পাওয়া যাইবে তাহা দৈনিক সকাল বিকাল ৬ গ্রাম মাত্রায় পানিসহ সেবন করিলে প্রমেহ রোগের উপকার হয় এবং মুত্রকৃচ্ছ ও পেশাবের জ্বালা যন্ত্রণা দুর হয়।

৪। কাবাব চিনি, বংশলোচন, ছাত্তে বিরোজা, বড় এলাচীর দানা, প্রত্যেকটি ৬ গ্রাম কাশির চিনি ২৪ গ্রাম এই সমুদয় উত্তমরূপে বাটিয়া পরে ১৭ গ্রাম পরিমাণ বাদাম তেল খলে করিয়া অল্প অল্প করিয়া মিশাইবে এবং চিনামাটির বরতনে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়া ইহা হইতে রোজ সকালে বিকালে ২ মাষা মাত্রায় গরুর দুধ অনুপান সেবন করিলে নতুন পুরাতন সর্বপ্রকার প্রমেহ রোগে বিশেষ ফল হয়।

৫। ২৪ গ্রাম ছাত্তে বিরোজার সহিত বড় এলাচীর দানা ফিটকারী বিরইয়ান, বংশলোচন, কাবাব চিনি, কুন্দন, গেলে আরমানী, ছাগে জারাহাত প্রত্যেকটি ৩ গ্রাম পরিমাণ এবং কাশির চিনি ৪৫ গ্রাম –এই সমুদয় একত্র চুর্ণ করিয়া রোজ সকাল বিকাল ৩ গ্রাম মাত্রায় পানি দ্বারা সেবন করিলে পুরুষাঙ্গের ভিতরে ক্ষত হইয়া যে পুঁজ পড়ে তাহা ভাল হইবে।

৬। শোয়ারা, জিরা, রেওন্দ, চিনি মিঠা ইন্দ্রযব বড় এলাচীর দানা, প্রত্যেকটি ৩ গ্রাম করিয়া, সোনাপাতা ৬ গ্রাম, কাশির চিনি ৪৫ গ্রাম এই জিনিসগুলি একত্রে চুর্ণ করিয়া পাতল কাপড় দ্বারা ছাকিয়া যে গুড়া বা ছফুফ পাওয়া যাইবে সেই গুড়া ১২ গ্রাম মাত্রায় তিনগুন পানি মিশ্রিত দুগ্ধ অনুপানে দৈনিক সকাল বিকালে সেবন করিলে প্রমেহ রোগের উপকার হয় এবং মুত্রনালীর মধ্যে ক্ষত হইলে তাহা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

৭। ২৩০ গ্রাম পানিতে পিপুলজাঙ্গির পাতা ও চিনি মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কচলাইতে থাকিলে যখন পানি ঘন হইবে তখন উহা কাপড়ে ছাকিয়া সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ পেশাবের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হইবে।

৮। খাগড়ামুল, কেশের মুল, কেসবমুল এবং ইক্ষুর মূল সমপরিমাণ লইয়া সন্ধ্যায় পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে কাশির চিনি দ্বারা শরবত তৈয়ার করিয়া একাধারে এক সপ্তাহ সেবন করিলে প্রমেহ ভাল হয়।

৯। শিরিষের শাস ৬ গ্রাম কাশির চিনি মিশাইয়া তিনদিন একাধারে খাইলে প্রমহে রোগ সারিয়া যায়।

১০। ৪৬০ গ্রাম দুধের মধ্যে ৩০ গ্রাম মাষকালাই গুড়া করিয়া আগুনে জ্বাল দিতে থাকিবে। কিছুটা ঘন হইলে ৬০ গ্রাম মিছরির গুড়া এবং ৩ গ্রাম গন্দেবে রোজক গুড়া করিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন গাড় হইবে। তখন নামাইয়া রাখিবে এবং প্রত্যহ সকালে ৩০ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিবে। এই দাওয়া ব্যবহার করিলে পেশাবের জ্বালাপোড়া দূর হয়, পূঁজ পড়া বন্ধ হয়, ধ্বজভংগ আরোগ্য হয় এবং শীঘ্র বীর্যপাত বন্ধ হইয়া শরীর মোটা তাজা ও শক্তিশালী হয়।

সিফিলিস রোগের চিকিৎসা

সিফিলিস একপ্রকার মারাত্মক সংক্রামক যৌনব্যধি। ইহা সাধারণতঃ এই রোগে আক্রাক্ত পতিতার সহিত সংগম করিলে পুরুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় পুরুষঙ্গের অগ্রভাগে ছোট একটি ফোড়ার আকারে দেখা যায়। ক্রমেই এই ফোড়া বড় হইয়া পাকিয়া ফাটিয়া ক্ষতে সৃষ্টি করে এবং অসহ্য জ্বালানী পোড়ানী আরম্ভ হয়। পরিণামে, এমনও হয় যে পুরুষাঙ্গ গলিয়া একেবারে পড়িয়া যাইতে পারে। রোগ এই পর্যায়ে পৌছিলে প্রথমতঃ নিমপাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা উত্তমরূপে ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া নিম্নের ঔষধ ও মলমাদি ব্যবহার করিবে।

১। **সিফিলিস রোগের ঔষধ ঃ** কমিলা, পাপরি, খয়র, পুরাতন সুপারী, কর্পূর, তুতিয়া পোড়া, ছোট এলাচী খোসাসহ, মোৰ্দ্ধা রসিং সমপরিমাণ লইয়া উত্তমরূপে গুড়া করিয়া পাতল কাপড়ে ছাঁকিয়া গরুর দুধের দধিতে মিশাইয়া কাসার পাত্রে ফেলিয়া কাসার হাতল দ্বারা ২৪ ঘণ্টা খলে মর্দণ করিবে। যখন বড়ি তৈয়ার করিবার মত হইবে তখন ছোলা বুট পরিমাণ বড়ি বানাইয়া প্রত্যহ সকালে বিকালে ঠাণ্ডা পানিসহ এক বড়ি করিয়া সেবন করিবে এবং একটি বড়ি পানিতে ঘসিয়া ক্ষতস্থানে মালিশরূপে ব্যবহার করিবে। ইহাতে আল্লাহর রহমতে সিফিলিস ও প্রমেহ রোগ সম্পূর্ণ নির্মুল হইবে।

২। সিলিফিসের মলম ঃ কমিলা ৮ মাষা, হিঙ্গুল, গেলে আরমানী, কর্পুর, পোড়া তুতিয়া, প্রত্যেকটি ২ মাষা, পাপড়ি খয়ের অর্ধ মাষা, শ্বেতধুপ ৬ মাষা, খাটি মোম ৬ মাষা, গাওয়া ঘী ২৪ গ্রাম।

প্রথমে সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে খলে মর্দন করিয়া সুরমার ন্যায় সূক্ষ্ম গুড়া করিবে। তারপর কোন পাত্রে করিয়া ঘী আগুনে গরম করিবে, ঘী সম্পূর্ণ গরম হইলে তাহাতে মোম ঢালিয়া দিবে। যখন ঘী ও মোম গলিয়া একত্র হইয়া যাইবে তখন আগুনের উপর হইতে উক্ত পাত্র নামাইয়া পুর্বের গুড়া করা দ্রব্যগুলি উহাতে ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে খল করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলম কোন কৌটার যত্ন করিয়া রাখিয়া আবশ্যক মত সিফিলিসের ঘায়ে ব্যবহার করিবে।

বহুগুণী হালুয়া ঃ উপাদানসমূহ—

১.	অশ্বগন্ধা	—	২৩ গ্রাম
২.	জাতিফল	—	১২ গ্রাম
৩.	মরিছ কাংগল	—	৪৬ গ্রাম
৪.	ছফিদ মছলী	—	২৩ গ্রাম
৫.	আকর করহা	—	৯ গ্রাম
৬.	দারচিনি	—	৯ গ্রাম
৭.	কাবাব চিনি	—	৯ গ্রাম
৮.	যত্রিক	—	৯ গ্রাম
৯.	বছ	—	৯ গ্রাম
১০.	লবঙ্গ	—	১২ গ্রাম
১১.	বাবুল গুণ	—	৯২০ গ্রাম
১২.	চিনি	—	৯২০ গ্রাম
১৩.	মিছরি	—	৯২০ গ্রাম
১৪.	গাওয়া ঘী	—	৯২০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ

প্রথমে উপরে লিখিত ১০ প্রকার দ্রব্য রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া কিছু ঘীর মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে। বাবুল গুণকে ছোট ছোট টুকরা করিয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া অল্প অল্প করিয়া ঘী দ্বারা ভুনা করিয়া খৈ বানাইয়া গুড়া করিয়া লইবে। এরপর চিনি ও মিছরি পানিতে জ্বাল দিয়া শিরা তৈয়ার করিবে। শিরা যখন আঠাল হইবে তখন উহাতে বাবুল গুণের গুড়া ঢালিয়া দিয়া চামিচ দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে যখন বাবুল গুনের গুড়া শিরার সহিত ভালরূপে মিশ্রিত হইয়া গাঢ় হইবে তখন চুলার উপর হইতে নামাইয়া ঘীতে ভিজাইয়া রাখা ঔষধগুলি এবং ঘী সমুদয় শিরার মধ্যে ঢালিয়া দিয়া খুব নাড়িয়া মিশাইয়া দিবে। তারপর ঠাণ্ডা হইলে কৌটার হেজাফতে রাখিবে। ইহাই বহুগুণী হালুয়া।

এই হালুয়ার অসাধারণ গুণ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া পৈত্তিক ও কফ নাড়ী বিশিষ্ট লোকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কোন লোক দৈনিক ৩০ গ্রাম করিয়া ৮০ দিন যাবৎ মোট ১ কেজি ১৫০ গ্রাম এই হালুয়া খাইতে পারিলে ১ বৎসরে তাহার অন্য কোন শক্তি বর্দ্ধক ঔষধ সেবন করার আদৌ প্রয়োজন হইবে না। তদুপরি এই হালুয়ার অমোঘ গুণে ঘন ঘন প্রশাব ও সঙ্গমের সময় দ্রুত বীর্যপাত বন্ধ হইবে।

বলবীর্য বর্দ্ধক হালুয়া ঃ (উপাদান সমূহ)

১.	তালমাখানা	—	২৩০ গ্রাম
২.	তিলের শ্বাস	—	২৩০ গ্রাম
৩.	তিষির শ্বাস	—	২৩০ গ্রাম
৪.	বাদামের শ্বাস	—	২৩০ গ্রাম
৫.	শিমুলের মুলের গুড়া	—	২৩০ গ্রাম
৬.	ছালেম মিছরী	—	৬ গ্রাম
৭.	ছিয়া মছলী	—	২৩ গ্রাম
৮.	অশ্বগন্ধা	—	২৩ গ্রাম
৯.	শুন্টি আদা	—	২৩ গ্রাম
১০.	মরিচ	—	২৩ গ্রাম
১১.	কাংগল	—	২৩ গ্রাম

১২.	দারচিনি	—	১২ গ্রাম
১৩.	কাবাব চিনি	—	১২ গ্রাম
১৪.	এলাচী	—	১২ গ্রাম
১৫.	জাতিফল	—	১২ গ্রাম
১৬.	যত্রিক	—	১২ গ্রাম
১৭.	বছ	—	১২ গ্রাম
১৮.	লবংগ	—	১২ গ্রাম
১৯.	আকর করহা	—	১২ গ্রাম
২০.	গাওয়া ঘী	—	১২ গ্রাম
২১.	চিনি	—	৯২০ গ্রাম
২২.	মিছরী	—	৯২০ গ্রাম
২৩.	গোদুগ্ধ	—	৩০০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ প্রথমতঃ তিষির শ্বাস বাহির করিবে পরে তিলের শ্বাস বাহির করিয়া বাটিয়া লইবে এবং বাদাম পানি ছাড়া বাটিবে। হামান দেস্তায় তালমাখানা কুটিয়া মিহীনভাবে গুড়া করিবে এবং শিমুলের মুল গুড়া করিবে। দুধের মধ্যে সিক্ত করিয়া ছালেম মিছরী, বাদাম ও শিমুল মুল এই ষষ্ঠবিধ দ্রব্য বাটাকোটা শেষ হইবে তখন ২ কেজি ৩০০ গ্রাম গরুর দুধে চিনি ও মিশ্রি মিশাইয়া জাল দিয়া এমন শিরা প্রস্তুত করিবে যাহা আঠাল হয়। লচ্চাযুক্ত শিরা প্রস্তুত হইয়া গেলে উহার মধ্যে প্রথমে তিল ও তিষির শ্বাস ঢালিয়া দিবে। তারপর দিবে বাদাম, ছালেম মিশ্রি ও শিমুল মূল এইগুলি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে। ইহার পর তালমাখানা দিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া সম্পূর্ণ মিশাইয়া দিবে। এই ছয় প্রকার দ্রব্য শিরার সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিবে। এই ছয় প্রকার দ্রব্য শিরার সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দেওয়ার পর চুলা হইতে নামাইয়া অবশিষ্ট ১৩ প্রকার দ্রব্যের গুড়া ও ঘৃত উহার মধ্যে ঢালিয়া দিবে এবং বেশ করিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া দিবে।

পরে ঠাণ্ডা ভাল কৌটার সংরক্ষণ করিয়া প্রত্যহ সকালে খালিপেটে ২৪ গ্রাম করিয়া সেবন করিলে ৮০ বছরের বৃদ্ধও যুবাকের ন্যায় শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

মর্দামী শক্তির বৃদ্ধির তেলেছমতী হালূয়া

	উপাদানসমূহ		পরিমাণ
১.	ছিয়ামছ্লী	–	৯ মাষা
২.	ছফিদ মছ্লী	–	৯ মাষা
৩.	বহ্	–	৯ মাষা
৪.	শুঁঠ	–	৯ মাষা
৫.	কাবাব চিনি	–	৯ মাষা
৬.	আকর করহা	–	৯ মাষা
৭.	এলাচী	–	১২ গ্রাম
৮.	মরিচ কাংগল	–	১২ গ্রাম
৯.	লবঙ্গ	–	১৫ গ্রাম
১০.	জাতিফল	–	১৫ গ্রাম
১১.	অশ্বগন্ধা	–	৩০ গ্রাম
১২.	বাবুলগুণ	–	৯২০ গ্রাম
১৩.	চিনি	–	৯২০ গ্রাম
১৪.	খাটি গাওয়া ঘী	–	৯২০ গ্রাম
১৫.	মিশ্রি	–	৯২০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ প্রথমতঃ উপরে বর্ণিত ১১ প্রকার দ্রব্য রৌদ্রে শুকাইয়া হামান দাস্তায় কুটিয়া গুড়া করিয়া পাতল কাপড়ে ছাকিয়া লইবে। অতঃপর বাবুলগুণকে ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া খৈ করিয়া পিষিয়া রাখিবে। এদিকে লোহার কড়াইতে চিনি মিশ্রি পানিতে জ্বাল দিয়া শিরা প্রস্তুত করিবে। যখন শিরা আঠাযুক্ত হইবে তখন উহাতে উপরোক্ত বাবুলগুণ ভাজা খৈ পিষা গুড়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া দিবে। ইহার পরে চুল্লী হইতে কড়াই নামাইয়া উপরোক্ত ১১ প্রকার দ্রব্যের গুড়া কড়াইর মধ্যে ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশাইয়া দিবে।

এই হালুয়া প্রত্যহ সকালে খালিপেটে দুগ্ধসহ ২৪ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে যাদুকরী শক্তির ন্যায় শরীরে মর্দামী কুয়্যাত প্রকাশ পাইবে।

কুওয়াতে বাহার মোরগের হালুয়া

১০/১২ মাস বয়সের হৃষ্টপুষ্ট এক ডাকের একটি মোরগ

উপাদনাসমূহ			পরিমান
১.	মিছরি	—	৯২০ গ্রাম
২.	খাটি গাওয়া ঘী	—	২৩০ গ্রাম
৩.	খাটি মধু	—	১১৫ গ্রাম
৪.	গোলমরিচ	—	৮০টি
৫.	ছোট এলাচী	—	৬ গ্রাম
৬.	যত্রিক	—	৬ গ্রাম
৭.	জাতিফল	—	৬ গ্রাম
৮.	দারচিনি	—	৬ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ মোরগটি জবেহ করিয়া শুধু গোশতগুলি সিদ্ধ করিয়া পিষিয়া লইবে। অতঃপর উক্ত পিষা গোস্ত একপোয়া ঘৃতে দিয়া মৃদু আগুনে জ্বাল দিবে। ভালরূপে ভূনা হইলে ৯২০ গ্রাম মিশ্রির শিরার মধ্যে ১১৫ গ্রাম খাটি মধু দিয়া শিরা বানাইয়া উক্ত ভুনা গোস্ত উহাতে ঢালিয়া দিয়া অবিরাম নাড়িতে থাকিবে। যখন পাক হইয়া আসিবে তখন উক্ত পরিমান—গোলমরিচ, ছোট এলাচী, যত্রিক, যাতিফল ও দারচিনি মিহিন গুড়া দিয়া ভাল করিয়া নাড়িতে থাকিবে। ভাল করিয়া মিশিয়া গেলে আগুনের উপর হইতে কড়াই নামাইয়া ফেলিবে—ইহাই কুওয়াতে বাহার মোরগের হালুয়া

এই হালুয়া খাইতে অতিশয় সুস্বাদু এবং নব জীবনী শক্তি বৃদ্ধি অদ্বিতীয়। প্রত্যহ সকালে খালিপেটে ৬০ গ্রাম মাত্রায় পানি দ্বারা সেব্য।

বিলম্বে বির্যপাতের কেরামতি দাওয়া

৪৬০ গ্রাম গো দুগ্ধে ১২ গ্রাম ইছবগোল ও পরিমাণমত মিশ্রি দ্বারা জ্বাল দিয়া গাঢ় হইলে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাইয়া ফেলিবে। এইরূপ ২১ দিন খাইলেই এই দাওয়ার কেরামতি শক্তি দেখিতে পাইবে। ৪০ দিন খাইতে পারিলে তো আর কথাই নাই। এই দাওয়া যাহাদের নাড়ী পৈত্তিকের দোষ আছে তাহাদের জন্য বীর্য গাঢ় হইয়া শীঘ্র বীর্যপাত বন্ধ হইবার পক্ষে অতি উপকারী ও পরীক্ষিত।

মর্দামী শক্তি বৃদ্ধির মহৌষধ

৬ গ্রাম তিষির শ্বাসের গুড়া, ৩ গ্রাম গোলমচিরসহ ৬ গ্রাম মধুতে পিষিয়া একাধারে ৪০ দিন যাবৎ সেবন করিলে যাহারা যৌবনী শক্তি হইতে নিরাশ হইয়াছে তাহারা পুনঃ নবযৌবন লাভ করিবে।

বিলম্বে বীর্যপাতের অভিনব ঔষধ

উপাদানসমূহের নাম			পরিমাণ
১.	আফিং	—	পৌনে ১ গ্রাম
২.	কস্তুরী	—	"
৩.	জাতিফল	—	"
৪.	লং	—	"
৫.	শুন্টি আদা	—	"
৭.	জাফরান	—	"
৮.	খাটি মধু	—	১০ $\frac{১}{২}$ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ উক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে জাতিফল, লং, শুন্টি আদা ও পিপুইল উত্তমরূপে কুটিয়া গুড়া বানাইয়া লইবে। তারপর মধু জ্বাল দিয়া গাঢ় করিয়া প্রথমতঃ গুড়া করা ঔষধগুলি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ভাল করিয়া মিশিয়া গেলে ক্রমান্বয়ে আফিং কস্তুরী ও জাফরান একে একে দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ভালরূপে মিশিয়া গেলে নামাইয়া কৌটা ভরিয়া রাখিবে।

ব্যববার বিধি ঃ সংগম কার্যে লিপ্ত হওয়ার দুই ঘন্টা পূর্বে মাত্র ২ গ্রাম মাত্রায় খাইয়া কাজে লিপ্ত হইলে কোন ক্রমেই বীর্যপাত ঘটিবে না। এত অধিক সময় বীর্যপাত না হইলে তখন অশ্বস্তিবোধ হইতে পারে তখন কোন চুকা দ্রব্য খাইলে সহজেই অতি আরামের বীর্যপাত ঘটিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঔষধ সেবনের পরে পান ব্যতীত যেন আর কিছুই খাওয়া না হয়।

পুরুষাঙ্গ লৌহ দণ্ডের ন্যায় শক্ত করার আশ্চর্য ঔষধ

উপাদানের নাম			পরিমাণ
১.	যত্রিক	—	৬৪ গ্রাম
২.	জাতিফল	—	৬৪ গ্রাম
৩.	দারচিনি	—	৬৪ গ্রাম
৪.	সাদা তিল	—	৬৪ গ্রাম
৫.	সরিষা ভাজা	—	৬৪ গ্রাম
৬.	খটি মধু	—	১৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ উক্ত ৫ প্রকার দ্রব্য গুড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মধুর মধ্যে দিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিলে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে মাজুনে খারদাল নামে অভিহিত করা হয়। ইহা আশ্চর্য শক্তির অধিকারী।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি ঃ সকালে খালিপেটে ১২ গ্রাম মাত্রায় ঔষধ দুগ্ধসহ সেবন করিবে। সাবধান—যাহাদের স্ত্রী নাই তাহারা কখনও ঐ ঔষধ সেবন করিবেন না। করিলে ঔষধের তাড়নায় স্ত্রীর অভাবে পাগলের ন্যায় হইয়া এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে থাকিবে।

মৃতপ্রায় যৌবনকে পুনরুজ্জীবিতকরণ

	উপাদানসমূহ	পরিমাণ
১.	একটি মূরগীর ডিমের শুধু কুসুম	
২.	খাটি মধু	—উক্ত কুসুম পরিমাণ
৩.	খাটি গাওয়া ঘী	—উক্ত কুসুম পরিমাণ
৪.	ছোট পিয়াজের রস	—উক্ত কুসুম পরিমাণ

প্রস্তুত প্রণালী ঃ উক্ত চারিটি দ্রব্যই সমপরিমাণে লইয়া আগুনে জ্বাল দিয়া হালুয়া প্রস্তুত করিবে। এই সবটুকু হালুয়া খালিপেটে সকালে খাইয়া ফেলিবে। এইরূপ ৪০ দিন যাবৎ খাইলে যাহারা যৌবন হারাইয়া প্রায় নপুংষকরূপ হইয়া পড়িয়াছে তাহারা পুনঃযৌবণ লাভ করিবে এবং শক্তিশালী কান্তিমান যুবকে পরিণত হইবে।

পুরুষাঙ্গ সদা শক্তিশালী রাখার উপায়

দারচিনি, কফচিনি, তোফচিনি, কাবাব চিনি, ভাং পাতা, কালাকিসর, বহেরা, আমলকী, হরীতকী, মুণ্ডি, ছফেদ মছলী, ছিয়া মছলী এই সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া পাতলাকাপড়ে ছাকিয়া গুড়া লইবে। এই গুড়া সমুহে তিগুণ খাটি মধু জাল দিয়া ঘন হইলে তাহাতে উক্ত দ্রব্যগুলির গুড়া ঢালিয়া দিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া নামাইয়া ফেলিবে। এই মাজুন প্রত্যহ সকালে ১২ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে কখনও তাহার পুরুসাঙ্গ নিস্তেজ হইবে না এবং ধাতুক্ষনজনিত কোন উপসর্গ দেখা দিবে না।

অধিকবার সহবাসের অমোঘ ঔষধ

	উপাদানের নাম		পরিমাণ
১।	খাটী গাওয়া ঘী	—	৭৩৬ গ্রাম
২।	ভাং পাতা	—	২৭৬ গ্রাম
৩।	চিনি	—	৩৬৮ গ্রাম
৪।	খাটী মধু	—	১৭৩ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ প্রথমে উক্ত ভাং পাতা উক্ত ঘৃতে ভাজিয়া পিষিয়া রাখিবে। তারপর চিনি ও মধু জ্বাল দিয়া গাঢ় শিরা প্রস্তুত করিবে। শিরা আঠাযুক্ত হইলে তখন উহাতে ঐ পিষিয়া রাখা ভাং পাতা ভাজা মিশাইয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া মোদক তৈয়ার করিবে। এই মোদক ব্যবহার করিলে সারা জীবন নওজোয়ন থাকিতে পারিবে। একাধারে যদি কেহ এই মোদক ২১ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে তাহা হইলে সে এত অধিকার স্ত্রী সহবাস করিতে সক্ষম হইবে যে তাহার স্ত্রী তাহাকে দেখিলেই আকিয়া উঠিবে।

এতদ্ব্যতীত এই মোদক ব্যবহারে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়, পাকস্থলীর পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়—এবং অনেক রোগ হইতে দেহ নিরাপদে থাকে।

ব্যবহার বিধি ঃ প্রত্যহ সকালে এই মোদক ৬ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিয়া—১১৫ গ্রাম গুরুর দুধ পান করিবে।

শীঘ্র বীর্যপাত রোধের ধণ্বন্তরী মহৌষধ

	উপাদন		পরিমাণ
১.	তেতুলের শাস	—	১২ গ্রাম
২.	অশ্বগন্ধা	—	১২ গ্রাম
৩.	গোক্ষুর	—	১২ গ্রাম
৪.	বীজবান্দা	—	১২ গ্রাম
৫.	শুণ্ঠি আদা	—	৬ গ্রাম
৬.	বিভিন্ন ধানের চাউল অর্দ্ধ ভাজা	—	১৮ গ্রাম
৭.	চিনি	—	১৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ উক্ত দ্রব্য সমূহ উত্তমরূপে কুটিয়া বাটিয়া চূর্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা ভাফনা দিয়া ২ গ্রাম পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ব্যবহার করিলে যে সকল পুরুষ সহবাস কালীন তাহাদের স্ত্রীদের নিকট লজ্জিত হয়, তাহাদের লজ্জা চিরতরে নিবারিত হইবে। এবং স্ত্রী তাহার স্বামীকে অধিক ভালবাসিতে আরম্ভ করিবে।

ব্যবহার বিধি ঃ- সহবাসের তিন ঘন্টা পূর্বে ১টি বটি ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গিলিয়া খাইবে। খাওয়ার তিন ঘন্টা পরে রতিকার্যে লিপ্ত হইলে দেখিবে পূর্বের সেই মুখ গোমরা করা স্ত্রীর মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এক জন বৃদ্ধকে ৪০ জন যুবকের সমান করার হালুয়া

উপাদানের নাম			পরিমাণ
১।	এক কোয়া বিশিষ্ট খোষা ছাড়ান রসুন	-	১৬০ গ্রাম
২।	শুণ্ঠি আদা	-	১৬০ গ্রাম
৩।	খাটি গব্য ঘৃত	-	১৬০ গ্রাম

৪। কাশির চিনি – ১৬০ গ্রাম
৫। কাবলী বাদামের শাস – ৮০ গ্রাম
৬। দন্ত উৎপল গাছের মূলের রস – ৪০ গ্রাম
৭। মুরগীর ডিম – ৮টি

প্রস্তুত প্রণালী ঃ উপরোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে যেগুলি ছেঁচিয়া কুটিয়া চূর্ণ করা প্রয়োজন সেইগুলি প্রথমতঃ গুড়া করিয়া রাখিবে। তারপর রসুন বাটা ঘৃতে ভাজিতে থাকিবে। রসুন ভাজা শেষ হইলে উহাতে পুর্বের গুড়া করা ঔষধগুলি ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে। এইগুলি বেশ করিয়া ভুনা করা হইলে ডিমগুলি অন্য পাত্রে করিয়া উত্তমরূপে ফেটিয়া কড়াইর মধ্যে ঢালিয়া দিবে এবং অবিরামভাবে নাড়িতে থাকিবে এবং ডিম দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দন্ত উৎপালের রস ঢালিয়া ভালরূপে মিশাইয়া দিবে। এরপর চিনি শিরার মধ্যে এই ঔষধগুলি ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ভালরূপে মিশিয়া গেলে চুল্লী হইতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিবে। ইহাই বৃদ্ধকে যৌবন করার পোষ্টাই হালুয়া।

ব্যবহার বিধি ঃ প্রত্যহ সকালে খালি পেটে ২৪০ গ্রাম মাত্রায় এই হালুয়া খাইয়া ২৩০ গ্রাম গুরুর দুধ পান করিবে। একাধারে ৪০ দিন এই প্রকার খাইতে পারিলে ৮০ বৎসরের ১ জন বৃদ্ধও শরীরে ৪০ জন যুবকের সমান শক্তি অনুভব করিবে। আর যৌবন বয়সে এই হালুয়া ব্যবাহর করিবে ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত যৌবন স্থায়ী হইবে।

বাচ বিচার ঃ এই হালুয়া সেবন কালীন স্ত্রী সহবাস করিবে না এবং টক, পচা বাসী, ইত্যাদি খাইবে না।

বহুবার সহবাসেও কাতর না হওয়ার হালুয়া

উপাদানের নাম			পরিমাণ
১।	পেস্তা	–	৬০ গ্রাম
২।	খোরমা	–	৩০ গ্রাম
৩।	বাদাম	–	১৫ গ্রাম
৪।	মিশ্রি	–	৬০ গ্রাম
৫।	খাটী গাওয়া ঘী	–	৬০ গ্রাম
৬।	মুরগীর ডিমের কুসুম	–	৭টি
৭।	জাফরান	–	৪ মাষা

প্রস্তুত প্রণালী ঃ প্রথমে পেস্তা বাদাম ও খোরমা উত্তমরূপে পিষিয়া গুড়া করিয়া লইবে তারপর মিশ্রি পানিতে জাল দিয়া শিরা তৈয়ার করিবে। শিরা পাক হইলে উহাতে ঘী ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। এই ঘী মিশ্রীত শিরা যখন পাক ধরিবে তখন উহাতে পেস্তা বাদাম ও খোরমার গুড়া ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া লইবে। এবং কিছুক্ষন পরেই ডিমের শুধু কুসুমগুলি ভালরূপে ফেটিয়া হালুয়ার

মধ্যে ঢালিয়া দিবে, তখনও ভাল করিয়া নাড়িয়া হালুয়ার পাত্র নামাইয়া ফেলিবে। এই হালুয়া অত্যন্ত শক্তিশালী ইহা সেবনে মন প্রফুল্লা হইবে, বহুবার স্ত্রী সহবাস করিলেও বিন্দুমাত্র শারীরিক দুর্বলতা অনুভূত হইবে না।

সেবন বিধি ঃ প্রত্যহ সকালে খালিপেটে ১২ গ্রাম মাত্রায় এই হালুয়া খাইবে একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত।

যৌনাঙ্গের বিভিন্ন মালিশ

পুরুষাঙ্গ লৌহদণ্ডের ন্যায় শক্ত ও মোটা করার মালিশ

একটা পানি জোঁক ধরিয়া একটা ঝুনা নারিকেলের মধ্যে ভরিয়া ভাল করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। অনেকদিন পরে নারিকেলের পানি শুকাইয়া গেলে ঐ জোক মরিয়া নারিকেল তৈলের সহিত মিশিয়া নুতন একপ্রকার তৈলের সৃষ্টি করিবে। তখন ঐ জোক বাহির করিয়া পুংলিংগে মালিশ করিলে দেখিবে যে লিংগ অস্বাভাবিক বড়, মোটা ও শক্ত হইয়া যেন একখন্ড লৌহ দণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

টেরা বাকা চিকন লিঙ্গ মোটা তাজা করার লোশন

	উপাদানের নাম		পরিমাণ
১।	পাকা বেগুন	–	৬টি
২।	পিপুইল	–	৫০টি
৩।	শুকনা কেচুয়ার গুড়া	–	৮৬ গ্রাম
৪।	এক কোয়া বিশিষ্ট রসুন	–	৫৭ গ্রাম
৫।	তিলের তৈল	–	১ কেজি ৩৮০ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ প্রথমে উক্ত বেগুন ৬টির গায়ের মধ্যে ৫০টি পিপুইল হাত দ্বারা টিপিয়া ভরিয়া রাখিবে যেন কয়েক দিন পরে উহা শুকাইয়া যায়। এদিকে কিছু কেচুয়া দুধের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে কেচুয়ার পেটের মাটি বাহির হইয়া কেচুয়া সাদা বর্ণ ধারণ করিবে। এই মাটিবিহীন সাদা কেচুয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ৮৪ গ্রাম পরিমাণ গুড়া করিয়া লইবে। এইরূপে পিপুইল ভরা শুকনা বেগুন ও গুড়া করা শুকনা কেচুয়ার সংগ্রহ করা হইলে একটি কড়াইতে তিল তৈল রাখিয়া উহার মধ্যে উপরিবর্ণিত বেগুন রসুন ও কেচুয়ার গুড়া দিয়া মধ্যম আগুনে জ্বাল দিতে দিতে যখন সমস্ত দ্রব্য পুড়িয়া যাইবে তখন নামাইয়া রাখিবে। ঠাণ্ডা হইলে হাত দ্বারা উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া তৈল বাহির করিয়া লইবে। এই তৈল শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। শয়নকালে এই তৈলের শিশি হইতে ২৫/৩০ ফোটা তৈল পুরুষাঙ্গে এমনভাবে মালিশ করিবে যেন লিংগের মুস্ক অর্থাৎ খাছ কাটা অগ্রভাগে না লাভে মালিশ করা হইলে পুরা লিংগটি শুকনা পান পাতা দ্বারা মুড়িয়া বাঁধিয়া রাখিবে এবং সকালে খুলিয়া ফেলিবে। এইরূপে ২/৩ সপ্তাহ পর্যন্ত করিবে। এই তৈল ব্যবহার করার ফলে

লিঙ্গের যদি গোটার মত কোন বিচি বা দানা দেখা দেয় তাহা হইলে দিনের বেলায় লিংগে মাখন মালিশ করিয়া রাখিবে।

চিলা লিঙ্গ শক্ত করার কেরামতি মালিশ

উপাদানের নাম			পরিমাণ
১।	জাতিফল	–	১২ গ্রাম
২।	গুজারাটি এলাচী	–	১২ গ্রাম
৩।	লবংগ	–	১২ গ্রাম
৪।	সাদা জিরা	–	১২ গ্রাম
৫।	যত্রিক	–	১২ গ্রাম
৬।	যষ্টি মধু	–	১২ গ্রাম
৭।	দারচিনি	–	১২ গ্রাম
৮।	শুষ্ঠি আদা	–	১২ গ্রাম
৯।	আকর করহা	–	১২ গ্রাম
১০।	জটাবংশী	–	১২ গ্রাম
১১।	বছ	–	১২ গ্রাম
১২।	কর্পুর	–	১২ গ্রাম
১৩।	কাবাব চিনি	–	১২ গ্রাম
১৪।	মনজিষ্ঠা	–	১২ গ্রাম
১৫।	নখী	–	১২ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ উপরোল্লিখিত দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে কুটিয়া পাতল কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। গুড়াগুলির মধ্য হইতে শুধু মনজিষ্ঠার গুড়া পৃথক করিয়া রাখিবে। আবশিষ্ট ১৪ প্রকার গুড়া এক সংগে একটি মাটির কড়াইতে রাখিয়া একটি বড় দাড় কাক জবেহ করিয়া কাকের সমস্ত গোস্ত ছোট ছোট টুকরা করিয়া কড়াইর মধ্যে ঔষধের সহিত মিশাইবে। এখন ঐ কড়াইতে ১ কেজি ৮৪০ গ্রাম তিল তৈল ঢালিয়া জ্বাল দিতে আরম্ভ করিবে। জ্বাল দিতে দিতে যখন ৪৫০ গ্রাম তৈল কমিয়া যাইবে তখন উহাতে পূর্বে পৃথক করিয়া রাখা মনজিষ্ঠার গুড়া ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ পরে আগুন হইতে নামাইয়া কাচি হলুদের রস ৬০ গ্রাম ৪/৫ বারে দিয়া শেষ করিবে এবং রীতিমত নাড়িতে থাকিবে। ঠাণ্ডা হইলে ছাঁকিয়া শিশি ভরিয়া রাখিবে।

ব্যবহার নিয়ম ঃ ভোর বেলা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দৈনিক ২/৩ বার মালিশ করিবে। প্রতিবারে যে, পরিমাণ

তেল শুকায় সেই পরিমাণ মালিশ করিবে এবং এইরূপে ১৪ হইতে ২১ দিন পর্যন্ত মালিশ করিবে।

ইহার উপকারিতা অপরিসিম। ইহা যথারীতি ব্যবহারে পুরুষাঙ্গ শক্ত ও লম্বা হয়। শিথীল, বেকা, টেরা চিকন বা ঢিলা হইয়া সেই সকল পুরুষাঙ্গ সঙ্গমের সময় প্রয়োজন মাফিক শক্তি হয় না তাহারা এই মালিশ ব্যবহার করিলে ইহার আশ্চর্য কেরামতি শক্তি দেখিতে পাইবে। এমন কি ৫০ বৎসরের উর্দ্ধের বয়সের বৃদ্ধ লোকও ইহার আশ্চর্য কেরামতি ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

রসুন নির্যাস তৈল দ্বারা মর্দামী শক্তি বৃদ্ধিকরণ

উপাদানসমূহ ও পরিমাণ ঃ

১।	এককোয়া বিশিষ্ট রসুন	–	২৩০ গ্রাম
২।	আকর করহা	–	১১৫ গ্রাম
৩।	পিপুল	–	১১৫ গ্রাম
৪।	জৈতুন তৈল (ওলিভ ওয়েল)	–	১ কেজি ঃ ৩৫ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ১টি পাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিতাপে জ্বাল দিতে থাকিবে। যখন তৈল কমিয়া অর্থাৎ ৫১৭ গ্রাম পরিমাণ থাকিবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া শিশি ভরিয়া রাখিবে।

সেবন বিধি ঃ মর্দামী শক্তি বৃদ্ধির জন্য রোজ সকালে খালি পেটে ২/৩ ফোটা মাত্রায় সেবন করিবে।

গুইলের তৈল দ্বারা নিস্তেজ লিংগ সতেজকরণ

আমাদের দেশে বনে জঙ্গলে যে গুই থাকে উহার পেটের মধ্যে চর্বি হয়। গুইলের ঐ চর্বি লোহার কড়াইতে করিয়া জ্বাল দিলে এক প্রকার সূক্ষ্ম তেল পাওয়া যাইবে। ঐ তেল শিশিতে ভরিয়া রাখিবে। উহা বিশেষ উপকারী। যাহার পুরুষাঙ্গ নরম হইয়া গিয়াছে বা একদিকে বাকা হইয়া গিয়াছে ৩/৪ দিন রাত্রে শুইবার সময় মালিশ করিলে তাহার পুংলিঙ্গ যুবকের লিংগের ন্যায় শক্ত ও সোজা হইয়া যাইবে।

জোঁকের তৈল দ্বারা পুংলিঙ্গ শক্ত ও মোটা করণ

পানিজোঁক শুকাইয়া গুড়া করিয়া উহার ১২০ গ্রাম গুড়া ৬০ গ্রাম জয়তুন তৈলের (অলিভ ওয়েল) মধ্যে মিশাইয়া ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া ছাঁকিয়া শিশি ভরিয়া রাখিবে। এই তৈল ২১ দিন পর্যন্ত পুরুষাঙ্গে মালিশ করিলে পুরুষাঙ্গ মোটা, লম্বা এবং শক্ত হইবে। তদুপরি রতিশক্তি অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইবে।

জোঁক ও কেচো মিশ্রিত মালিশ

জীবিত জোঁক ১২টি এবং সাফ করা কেচোর ৭০ গ্রাম গুড়া ৪৬০ গ্রামতিল তৈল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। যখন জোক গলিয়া কেচোর গুড়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া যাইবে তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শিশি ভরিয়া রাখিবে। এই তৈল মালিশ করিলে পুরুষাঙ্গ লম্বা মোটা এবং লোহার ন্যায় শক্ত হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, কেচো ২/৩ মিনিট দুধের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে কেচোর পেটের মাটি বাহির হইয়া কেচো পরিষ্কার হইয়া যায়। তখন উহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া লইতে হইবে।

চামচিকার তৈলের মালিশ

আমাদের দেশে ঘরের কোণায় চামচিকা বাস করে। তবে সব ঘরে দেখা যায় না। পুরাতন ঘরে সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। মাঝে মাঝে রাতের বেলায় ঘরের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতেও দেখা যায় ইহা দেখিতে সম্পূর্ণ বাদুরের মত তবে আকারে বাদুর অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র।

• এই চামচিকার তিনটি নর চামচিকা ধরিয়া ৬৯০ গ্রাম তিল তৈলের মধ্যে দিয়া জাল দিতে থাকিবে। জ্বাল দিতে দিতে যখন চামচিকার মাংস সম্পুর্ণ গলিয়া যাইবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ তেল শিশি ভরিয়া রাখিবে। যাহাদের পুরুষাঙ্গ সংগম করার উপযোগী শক্ত হয় না অথবা কোন রকম শক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নেতাইয়া একেবারে ল্যাতা দিয়া পড়ে তাহাদের পুংলিংগে এই মালিশ ব্যবহার করিলে অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের পুরুষাংগ ঘোড়ার শক্তির মত সতেজ ও বলশালী হয়।

হাদিসে বর্ণিত সঙ্গমের নিষিদ্ধ সময়

স্ত্রীদের মাসিক হায়েজের সময় সংগম করা হারাম। এ ছাড়া ঠিক দুপুরের সময়, বুধবারের রাত্রে, ররিবারের রাত্রে, অমবস্যার রাত্রে, চাদ্রমাসের প্রথম তারিখের রাত্রে এবং ১৪ই তারিখের রাত্রে, চন্দ্র গ্রহণের সময়, সূর্য গ্রহণের সময়, ঈদুল আজহার রাত্রে, যে ঘরে ছাদ বা চাল নেই সেই ঘরে বসিয়া দিনের বেলায় সূর্যের উত্তাপে এবং ছফরে যাওয়া পুর্ব রাত্রে স্ত্রী সঙ্গম অবাঞ্ছনীয়।

ছহীহ তিরমিজি শরীফে আছে—রছুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলিয়াছেন, (ক) বুধবার রাত্রে সহবাসে সন্তান খুনী ও অত্যাচারী হয়। (খ) রবিবার রাত্রে সহবাসের সন্তান পিতামাতাকে কষ্ট দেয়। (গ) চাদের প্রথম ও ১৫ই তারিখে সহবাসের সন্তান অত্যাচারী ও পাগল হয়। (ঘ) ঈদুল আজহার রাত্রে সহবাসের সন্তান ২২ আঙ্গুল বিশিষ্ট হয়। সুর্য তাপে সহবাসের সন্তান অগ্নিপূজক হয়। (ঙ) ছফরে যাওয়ার পুর্ব রাত্রে সহবাসের সন্তান অপরাধী ও মাতাপিতার অবাধ্য হয়।

নিষিদ্ধ সংগমের দোষ ঃ

(ক) মাসিক হায়েজের সময় সহবাস করিলে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই প্রমেহ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

(খ) রুগ্ন অবস্থায় সহবাস করিলে রোগ আরো বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের আরো বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হয়।

(গ) অত্যন্ত পিপাসার্ত অবস্থায় স্ত্রী সংগম করিলে থাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(ঘ) অত্যন্ত ঠাণ্ডা বা শীতল অবস্থা সহবাস করিলে নিমোনিয়া হওয়ার ভয় আছে।

(ঙ) বৃদ্ধ বয়সে সংগম করা দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবমান হওয়ার লক্ষণ।

(চ) ভরা পেটে সংগম কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিবার সম্ভাবনা আছে।

(ছ) বোখারী ও তিরমিজি শরীফ বর্ণিত উৎকৃষ্ট সহাবাসের নিয়ম এই যে, পরিষ্কার হইয়া অজু বা তাইয়াম্মুম করিয়া খোশবু লাগাইয়া প্রথমে একবার বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়িয়া নিবে। তৎপর এই কাজের খাছ দোয়া— বিছমিল্লাহি "আল্লাহুম্মা জান্নিবিশ শাইতানা ওয়া জান্নিবনাশ শায়তানা মিম্মা রাজাকতানা" এই দোয়াটি পড়িয়া রতিক্রিয়া আরম্ভ করিলে নেক সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এবং এই সন্তানের নিকট সদা সর্বদা শয়তান পরাস্ত থাকে।

একটি দাওয়ায় অনেক রোগের চিকিৎসা

উপাদান			পরিমাণ
১।	গোলমরিচ	–	১২ গ্রাম
২।	ছিয়া মছলী	–	৩ গ্রাম
৩।	ছফেদ মছলী	–	৩ গ্রাম
৪।	আফিং	–	১২ গ্রাম
৫।	জইন খোরছানী	–	১২ গ্রাম
৬।	গুগগুলু	–	১২ গ্রাম
৭।	জটা মাংসী	–	৩ গ্রাম
৮।	তজ	–	৩ গ্রাম
৯।	অশ্বগন্ধা	–	৩ গ্রাম
১০।	আকর করহা	–	৩ গ্রাম
১১।	ইন্দ্রযব	–	৩ গ্রাম
১২।	দাচিনি	–	৩ গ্রাম
১৩।	শুণ্ঠি আদা	–	৩ গ্রাম
১৪।	পুদীনা	–	৩ গ্রাম

১৫।	পিপুইল	–	৩ গ্রাম
১৬।	গুয়ামুরী	–	৩ গ্রাম
১৭।	সেতবিন্নার মূল	–	৩ গ্রাম
১৮।	সেতবিন্নার পাতা	–	৩ গ্রাম
১৯।	সুনডী	–	১২ গ্রাম
২০।	গাওজোবান	–	১২ গ্রাম
২১।	খাটী মধু	–	১৫ গ্রাম
২২।	জাফরান	–	৩ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ঃ প্রথমে মধু আফিং ও জাফরান ব্যতীত অবশিষ্ট ১৯ প্রকার ঔষধ রৌদ্রে শুকাইয়া ভালরূপে কুটিয়া ছেচিয়া মিহিন চূর্ণ করিয়া পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া গুড়া জ্বাল দিয়া গাঢ় করিয়া আগুন হইতে নামাইয়া প্রথমে ঔষধের গুড়াগুলি দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া দিবে। সব শেষে জাফরান দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে সব মিশিয়া গেলে ঠাণ্ডা হওয়ার পর পাত্রে বা কৌটায় সংরক্ষণ করিবে।

মাত্রা ঃ দেড় গ্রাম। দৈনিক ২ বার।

উপকারিতা ঃ ১। সকল প্রকার সর্দি কাশী নিরাময় হয়।
২। দৃষ্টিশক্তি হীনতা ভাল হয়।
৩। কানে শোঁ শোঁ শব্দ করা বন্ধ হয়।
৪। স্বপ্নদোষ ভাল হয়।
৫। শীঘ্র শীঘ্র বীর্যপাত বন্ধ হয়।
৬। বদহজমী থাকিলে দূর হয়।
৭। সকল প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়।
৮। কলেরা নিরাময় হয়।
৯। সুতিকা নিরাময় হয়।
১০। আমাশার উপকার হয়।
১১। পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।
১২। শরীরের বিশ বেদনা দূর করে।
১৩। সঙ্গম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

শ্বেত (ফাফরী) রোগের চিকিৎসা

১। **মালিশ ঃ** ৬০ গ্রাম গেরোমটি ৫ দিন আদার রসে পিষিয়া ছোলাবুটের সমান বটি বানাইয়া রাখিবে। প্রত্যেক দিন ইহার একটি বটি পুনঃ আদার রসে

মিশ্রিত করিয়া শ্বেতীর উপরে মালিশ করিবে। ২/১ সপ্তাহ মালিশ করিলেই শ্বেতী কমিয়া যাইতেছে দেখা যাইবে।

২। শ্বেতী একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। ইহার একটি দূর্লভ দাওয়াই নিম্নে বর্ণিত হইল।

আমাদের দেশে এক প্রকার সাপ পাওয়া যায়। তাহার দুই মুখ। ইহাকে সাপনি সাপ বা দু-মুখা সাপ বলা হয়। এই প্রকার একটি সাপ মারিয়া একটি পাতিলের মধ্যে রাখিয়া ঐ সাপের উপরে ২৩০ গ্রাম পরিমাণ সাটিয়া ধান রাখিয়া ঢাকনা দ্বারা পাতিলের মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিবে। এখন এই মুখ বন্ধ করা সাপের পাতিলটি কোন নির্জন স্থানে গাছের সঙ্গে ৪০ দিন পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিবে। ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার তিন দিন পূর্বে কাল রংগের একটি মোটা তাজা নর মোরগকে কোন আহার পানি না দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে পাতিলের ৪০ দিন পূর্ণ হইলে পাতিলটি নামাইয়া ঢাকনা খুলিয়া ঐ মোরগটির সামনে রাখিবে। মোরগটি পাতিলের মধ্যের ধানসহ মরা সাপের পচা মাংস ইত্যাদি পেট ভরিয়া খাইয়া ফেলিবে। কয়েকদিন খাইলেই উক্ত ধান ও সাপের মাংশ শেষ হইবে। তারপর মোরগটিকে পুনরায় দুই দিন উপবাস রাখিবে। তৃতীয় দিবসে মোরগটি জবেহ করিয়া যথারীতি পাক করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিলে অবশ্যই শ্বেতী রোগ সারিয়া যাইবে। ইহা শ্বেতী রোগের একটি অব্যর্থ মহৌষধ।

ক্রিমির যমদূত

উপাদন		পরিমাণ
১। বিড়ঙ্গের শাস	–	৩৪ গ্রাম
২। খোরমা	–	৩৪ গ্রাম
৩। আখরোটের শাস	–	৩৪ গ্রাম

প্রস্তুত করিবার নিয়ম ও সেবন বিধি ঃ

উপরের দ্রব্যগুলিকে উত্তমরূপে পিষিয়া মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। রাত্রে শুইবার সময় ১২০ গ্রাম মাত্রায় উক্ত মিশ্রিত গুড়া সামান্য চিনির অনুপানসহ খাইয়া শুইয়া থাকিবে।

২। রাত্রে শুইবার সময় ৬০ গ্রাম গুড় খাইয়া শুইয়া থাকিবে। সকালে উঠিয়া ১২০ গ্রাম মাঠার মধ্যে ৩ গ্রাম পরিমাণ মুর্দার সিং গুড়া করিয়া মিশাইয়া দিয়া খাইয়া ফেলিবে। এইরূপ ৩/৪ দিন খাইলে লম্বা লম্বা বড় ক্রিমি পড়িয়া যাইবে।

৩। সোনামুখী পাতা ৬ গ্রাম, গুয়ামুরি ৬ গ্রাম এবং শুন্ঠী আদা ৩ গ্রাম এই তিন প্রকার দ্রব্য গুড়া করিয়া কিছু চিনি মিশাইয়া রাত্রে শুইবার সময় খাইলে সকালে ২/৩ বার দাস্তের সহিত সকল ছোট ক্রিমি বাহির হইয়া যাইবে।

শুকনা সুতিকার মহৌষধ

উপাদান			পরিমাণ
১।	স্বর্ণ	–	দেড় গ্রাম
২।	রৌপ্য	–	"
৩।	অভ্র	–	"
৪।	তাম্র	–	"
৫।	বংগ	–	"
৬।	কাসা	–	"
৭।	লৌহ	–	"
৮।	সিসা	–	"
৯।	কজ্জ্বলী	–	"

উক্ত ৯ প্রকার পদার্থকে ৭ বার বাসক পাতার ভাফনা ও ৭ বার বাইন ষষ্ঠির ভাফনা মোট ১৪ বার উভয় প্রকার ভাফনা দিয়া ২ রত্তি পরিমাণ বটি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে—

১।	আদা	–	১২ গ্রাম
২।	সৈন্ধব লবন	–	১২ গ্রাম
৩।	পুন্নলোয়া	–	১২ গ্রাম
৪।	পোটল পাতা	–	১২ গ্রাম
৫।	কুমারিয়ার মুথা	–	১২ গ্রাম

উপরোক্ত পাঁচ প্রকার উপাদান ৪৬০ গ্রাম পানির মধ্যে জ্বাল দিয়া ২৩০ গ্রাম থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

সেবন বিধি ঃ উপরোক্ত ভাফনা দেওয়া ১টি বটি ২য় পর্যায়ের জ্বাল দেওয়া পানির ৬০ গ্রাম লইয়া পিষিয়া খাইবে।

উপকারিতা ঃ স্ত্রীলোকের এমন এক প্রকার শুকনা সুতীকা হয় যাহার কারণে স্ত্রীগণ শুকাইতে শুকাইতে কংকালসার হইয়া পড়ে, সর্বদা মাথা ঘুরায়, ঘুম হয় না, খাওয়া দাওয়া করতে রুচি হয় না, পেট ফাপ দেয় ইত্যাদি মারাত্মক উপসর্গ অতি সহজে নিরাময় হয়।

রসা সূতিকার পরম দাওয়াই

অনেক সময় স্ত্রীলোকের রসা সূতিকা হইয়া থাকে। ইহাতে হাত পা ফুলিয়া যায় এবং সারা দেহ মুখমণ্ডল ফোলা ফোলা দেখা যায়, কোন কোন

সময় দাস্ত বমির ভাব হয়। এছাড়া আরো অনেক উপসর্গ দেখা যায়। তখন এই পরম দাওয়াই এই সূতিকার জন্য অমোঘ উপকারী।

উপাদান			পরিমাণ
১।	আমলকী	–	৩ গ্রাম
২।	হরিতকী	–	৩ গ্রাম
৩।	বহেরা	–	৩ গ্রাম
৪।	স্বর্ণ	–	৩ গ্রাম
৫।	রৌপ্য	–	৩ গ্রাম
৬।	অভ্র	–	৩ গ্রাম
৭।	করজলী	–	৩ গ্রাম
৮।	সোহাগা	–	৩ গ্রাম
৯।	মনসিলা	–	৩ গ্রাম
১০।	যবক্ষার	–	৩ গ্রাম
১১।	শোধন করা বড় মিঠা	–	৩ গ্রাম

প্রস্তুত প্রণালী ও সেবন বিধি ঃ

উক্ত ১১ প্রকার দ্রব্যকে ৭ বার বাসক পাতার ভাফনা ও ৭ বার পানের রসের ভাফনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষনে নিম্নলিখিত অনুপান সহযোগে ১ বটি করিয়া সেবন করিবে।

(১) রোগীর দেহে জ্বর থাকিলে বৃহতি ও আদার রস অনুপানে সেব্য।
(২) রোগীর দেহে ব্যাথ্যা থাকিলে সাজনার ছাল ও চিনির অনুপানে সেব্য।
(৩) পেটে বেদনা থাকিলে গোয়াদা, ফটিকক্ষিরার ছাল ও চিনি অনুপানে সেব্য।
(৪) রক্ত ঝরিতে থাকিলে মধু ও রক্ত ভাইটের মূলে ছাল অনুপানে সেব্য।

জ্বরের বুলেট বটি

১। করজল ২ গ্রাম, কস্তুরী ১ গ্রাম, লবঙ্গ ১ গ্রাম, সোহাগা ১ গ্রাম দারচিনি ১ গ্রাম এবং ত্রিকোট ৩ গ্রাম্‌ এই সকল দ্রব্য আদার রস দ্বারা ৭ বার ভাফনা দিয়া মুগ ডাইল পরিমাণ বটি বানাইবে।

সেবন বিধি ঃ প্রত্যহ ১ এক বটি আদার রস কিংবা মধু অনুপানে সেবা করিবে।

২। রসমানিক ও লাল চন্দন সমপরিমাণ লইয়া রুই মাছের পিত্তের ভাফনা দিয়া মুগডাইল পরিমাণ বটি প্রস্তুত করিবে ঠাণ্ডা পানি অনুপানে ইহার এক বটি সেবন করিলে সর্বপ্রকার জ্বর আরোগ্য হয়।



ছারছীনা প্রকাশনী • ঢাকা